নাগভূষণ

বনাম

কর্ণাটক রাজ্য

(২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪৪৩)

মার্চ ০৮,২০২১

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই. চন্দ্রচূড় এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-ধারা ৩০০ (চতুর্থত): ধারা ৪৯৮ক, ৩০২ সহপঠিত ধারা ৩৪-যৌতুকজনিত মৃত্যু-মৃত্যু ঘোষণা-বিচার আদালত দ্বারা খালাসপ্রাপ্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা-হাইকোর্ট দ্বারা আপিলকারী-অভিযুক্তদের খালাস-আপিলে, স্থির করেঃ দুটি মৃত্যুকালীন ঘোষণা রয়েছে, পি৫ প্রদর্শন করুন এবং ডি২ প্রদর্শন করুন-মৃত্যু ঘোষণা অনুসারে পি৫ প্রদর্শন করুন, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে মৃত ব্যক্তিকে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল-রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে সফল হয়েছে যে আপিলকারী মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলেছিলেন-অভিযুক্তের আইন এর পরে ধারা ৩০০-এর চতুর্থ ধারায় পড়ে-শুধুমাত্র কারণ তিনি পরে আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে পারেন, এটি মামলাটিকে ধারা ৩০০-এর চতুর্থ ধারা থেকে বের করে আনবে না - হাইকোর্ট যথাযথভাবে ৩০২ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে - বিতর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই - ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ - ধারা ৩৭৮।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করে: ১ হাইকোর্ট বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছে যে বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত করা মৃত্যুর ঘোষণা (প্রদর্শনী পি৫) বাতিল করা এবং/অথবা বিশ্বাস না করা বিকৃত এবং নথিভুক্তে থাকা প্রমাণের বিপরীত। হাইকোর্ট মৃত্যুর ঘোষণা (প্রদর্শনী পি৫) বিশ্বাস করার সময় দৃঢ় কারণ দিয়েছে এবং পরবর্তী মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে (প্রদর্শনী পি৫) কী বলা হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছেঅতএব, হাইকোর্ট নথিতে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করতে এবং তারপরে বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে কোনও ভুল করেনি, বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত করা ফলাফলটি বিকৃত বলে মনে করে। বর্তমান ক্ষেত্রে দুটি মৃত্যু ঘোষণা রয়েছে, (i) পি৫ প্রদর্শন করুন এবং (ii) ডি ২ প্রদর্শন করুন।যখন একাধিক মৃত্যু ঘোষণা থাকে, তখন প্রতিটি মৃত্যু ঘোষণার

নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে আলাদাভাবে মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন করতে হয়। বিতর্কিত রায় ও আদেশে হাইকোর্ট দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণার উপর নির্ভর করার এবং বিশ্বাস করার জন্য জোরালো কারণ দিয়েছে-পি৫ প্রদর্শন করুন। হাইকোর্ট এই বিষয়টিও লক্ষ্য করেছে যে দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাটি নির্ভরযোগ্য এবং দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণার সংস্করণটি উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত, যথা, মৃত ব্যক্তির আঘাত: ঘটনার জায়গায় কোনও চুলা পাওয়া যায়নি।হাইকোর্ট এই বিষয়টিও লক্ষ্য করেছে যে দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে মৃত ব্যক্তি তার প্রথম বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করেছেন যে এটি একটি দুর্ঘটনার ঘটনা এবং তিনি দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যখন তিনি প্রথম বিবৃতি দিয়েছিলেন যে এটি একটি দুর্ঘটনার ঘটনা, তখন আপিলকারী তাকে হুমকি দিয়েছিলেন-মূল অভিযুক্ত নং ১ যে সে তার সন্তানদেরও হত্যা করবে। তিনি দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে আরও বলেছিলেন যে তার বাবা-মা আসার পরে সে সত্য বলার সাহস পেয়েছে। অতএব, হাইকোর্ট দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে সঠিকভাবে বিশ্বাস করেছিল-পি ৫ প্রদর্শন করুন।

১.২)বিবাদী পক্ষের দায়ের করা আবেদনে বলা হয়েছে যে এটি একটি দুর্ঘটনার ঘটনা এবং কেরোসিনের ক্যান থেকে কেরোসিন বোতলে ঢেলে দেওয়ার সময় সেটি মাটিতে রাখা জামাকাপড়ের উপর পড়ে যায় এবং মৃত ব্যক্তি যখন সেখান থেকে জামাকাপড় সরানোর চেষ্টা করেন, তখন মোমবাতি মাটিতে পড়ে যায়, যার ফলে তার জামাকাপড়ে আগুন ধরে যায় এবং সে পুড়ে গিয়ে আহত হয়, হাইকোর্টের দ্বারা উল্লিখিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে হাইকোর্টের দ্বারা অবিশ্বাস করা হয় যে মৃত ব্যক্তির মুখ, বুক, পিঠ এবং উপরের অঙ্গগুলিতে আঘাত রয়েছে। প্রধান আঘাতগুলি শরীরের উপরের অংশে পাওয়া যায়।অতএব, হাইকোর্টের যথাযথ পর্যবেক্ষণ অনুসারে, উপরোক্ত আঘাতগুলি সম্ভব হতে পারে যখন মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হয়। বিবাদী এবং ডিডব্লিউআই-এ১-এর প্রমাণ অনুসারে, স্টোভের মধ্যে কেরোসিন রাখার সময়, দুর্ঘটনাক্রমে মাটিতে এবং তার জামাকাপড়ের উপরও কেরোসিন পড়ে গিয়েছিল এবং তারপরে যখন মোমবাতিটি তার মাটিতে পড়েছিল, তখন তার জামাকাপড় এবং জেরোসিনের সংস্পর্শে এসেছিল। যদি তা হয় তবে তার পায়েও আঘাত হত। তবে, তার পায়ে কোনও পোড়া আঘাত পাওয়া যায় না। তাই, ঘটনার জায়গায় কোনও চুলা পাওয়া যায়নি।

অতএব বিবাদী পক্ষ দুর্ঘটনাজনিত গুলিচালনার একটি মিথ্যা মামলা নিয়ে এসেছিল, যা অন্য কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। প্রমাণের উপর অন্য কথা বলে। অতএব, যখন আল একটি মিথ্যা বিবাদী এবং মৃত্যুর ঘোষণা নিয়ে এসেছিল-প্রদর্শনী পি৫ আশেপাশের অন্যান্য পরিস্থিতি এবং প্রমাণ দ্বারা এবং প্রদর্শনী পি৫ এবং প্রদর্শনী ডি ২ এর স্বাধীন মূল্যায়নের পরে, যখন হাইকোর্ট খুঁজে পেয়েছে যে প্রদর্শনী পি৫ নির্ভরযোগ্য এবং অনুপ্রেরণামূলক আস্থা এবং তারপরে যখন হাইকোর্ট অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, তখন এটি বলা যায় না যে হাইকোর্ট কোনও ত্রুটি করেছে। বর্তমান মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে সফল হয়েছে যে অভিযুক্ত-আপিলকারী এখানে মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলেছসন মৃত্যু ঘোষণা 'প্রদর্শনী পি৫' অনুসারে, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে মৃত ব্যক্তিকে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্তের কাজটি আইপিসি ৩০০ ধারার চতুর্থ ধারায় পড়ে। অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলেছিল এবং কেবল কেরোসিন ঢেলে দেয়নি, বরং অগ্নিকুণ্ড দিয়ে তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। অতএব, মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলে দেওয়ার পরে এবং তারপরে তাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার পরে, তারপরে কেবল অভিযুক্তরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিল বলে মামলাটি আইপিসির ৩০০ ধারার চতুর্থ ধারার খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসবে না।অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলে দেওয়ার এবং তারপরে তাকে অগ্নিকুণ্ড দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার কাজটি আসন্নভাবে বিপজ্জনক, যা সম্ভবত মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অতএব, হাইকোর্ট যথাযথভাবে অভিযুক্তকে আইপিসি-র ৩০২ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই।

বাবু বনাম কেরালা রাজ্য, (২০১০) ৯ এস. সি. সি ১৮৯: [২০১০] ৯ এস. সি. আর ১০৩৯: কুলদ্বীপ সিং বনাম পুলিশ কমিশনার (১৯৯৯) ২ এস. সি. সি ১০; বিজয় মোহন সিং বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৯) ৫ এস. সি. সি ৪৩৬: [২০১৯] ৬ এস. সি. আর ৯৯। নাল্লাম বীরা স্তায়ানন্দম বনাম পাবলিক প্রসিকিউটর (২০০৪) ১০ এস. সি. সি ৭৬৯; কাশ্মীরা দেবী বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য (২০২০) ১১ এস. সি. সি ৩৪৩: [২০২০] ১ এস. সি. আর ১৫২; আশাবাই বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৩) ২ এস. সি. সি ২২৪: [২০১৩] ১ এস. সি. আর ১১৫; সন্তোষ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৫) ৭ এস. সি. সি ৬৪১: [২০১৫] ৪ এস.সি.আর. ৯৬২- নির্ভরশীল।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১০] ৯ এস. সি. আর. ১০৩৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৫.২.১
(১৯৯৯) ২ এস. সি. সি. ১০	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৫.২.৩
[২০১৯] ৬ এস. সি. আর. ৯৯৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৫.৩
(২০০৪) ১০ এস. সি. সি. ৭৬৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৮
[২০২০] ১ এস. সি. আর. ১৫২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৮
[২০১৩] ১ এস.সি.আর. ১১৫	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৮
[২০১৫] ৪ এস. সি. আর. ৯৬২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪৪৩

২০১৩ সালের ৫২৫ নং ফৌজদারি আপিলের বেঙ্গালুরুতে কর্ণাটক হাইকোর্টের ১১.১০.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আনন্দ সঞ্জয় এম. নুলি, সুরজ কৌশিক, আগম শর্মা, ধারম সিংহ এম/এস. নুলি ও নুলি উপস্থিত পক্ষগুলির পক্ষে আইনজীবীরা।

এম.আর. শাহ, বিচারপতি

১) বিতর্কিত রায়ে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করা এবং বেঙ্গালুরুতে কামাতাকা হাইকোর্ট কর্তৃক ১১.১০.২০১৯ তারিখের ফৌজদারি আপিল নং. ৫২৫/২০১৩-এ গৃহীত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট প্রতিবাদী-কামাতাকা রাজ্য দ্বারা পছন্দ করা উক্ত আপিলটি মঞ্জুর করেছে এবং আপিলকারী-মূল অভিযুক্ত, এফ নং আইপিসির ধারা ৪৯৮ক এবং ৩৪-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য উদ্বিগ্ন এবং ফলস্বরূপ আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে-পূর্বোক্ত অপরাধের জন্য মূল অভিযুক্ত নং১, মূল অভিযুক্ত নং১ বর্তমান আপিলকে পছন্দ করেছে। তবে, মূল আসামি নং ২ এবং ৩-এর ক্ষেত্রে হাইকোর্ট রায় এবং খালাসের আদেশ নিশ্চিত করেছে।

২. রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুযায়ী, মূল অভিযুক্ত নং. ঘটনার তারিখের নয় বছর আগে রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী-৩ (পিডব্লিউ ৩) ও পিডব্লিউ৪-এর কন্যা, মৃত ব্যক্তিকে বিয়ে করেছিলেন। মৃত ব্যক্তি মানসিক নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিলেন এবং মৃত রেখার বাবা-মায়ের কাছ থেকে যৌতুকেদাবকরা হয়েছিল।

সেই বিষয়ে মধ্যস্থতাও করা হয় এবং এরপর পি.ডাব্লিউ.-৩ এবং পি.ডাব্লিউ-৪ দুবার ১০,০০০/- টাকা এবং ২০,০০০/- টাকা প্রদান করে। ২৪.০৬.২০১০ তারিখে রাত ৯টার দিকে বিবাহবাড়িতে, আপিলকারী - মূল অভিযুক্ত নং ১ - তার স্ত্রী রেখার (মৃত) সাথে ঝগড়া শুরু করে এবং সেই সময় সে কেরোসিন নিয়ে তার গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তথ্যের ভিত্তিতে, তদন্তকারী কর্মকর্তা হাসপাতালে যান এবং ২৭.০৬.২০১০ (প্রদর্শনী পি-৫)-এ তার বক্তব্য নথিভুক্ত করেন। অভিযোগ করা হয় যে এর আগেও ২৫.০৬.২০১০-এ মৃত ব্যক্তির বিবৃতি পুলিশ (প্রদর্শনী ডি-২) নথিভুক্ত করেছিল।তদন্ত শেষে তদন্তকারী আধিকারিক সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইপিসির ৪৯৮ক এবং ৩০২ সহপঠিত ধারা ৩৪ ধারা সহ পাঠযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলাটি দায়রা আদালতে দায়ের করা হয়। অভিযুক্তরা দোষী না হওয়ার আবেদন জানায় এবং তাই তাদের সকলের উপর উল্লিখিত অপরাধের জন্য বিজ্ঞ দায়রা আদালত দ্বারা বিচার করা হয়।

২) অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলাটি প্রমাণ করার জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ ১৪ জন সাক্ষীর মধ্যে পরীক্ষা করে এবং এক্সহিবিট পি৫-ডাইং ডিক্লারেশন এবং মেডিকেল প্রমাণ সহ ডকুমেন্টারি প্রমাণ নথিভুক্ত করে। যে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষের প্রমাণ বন্ধ করার পরে, ৩১৩ ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে অভিযুক্তের আরও বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এখানে আপিলকারী-মূল অভিযুক্ত নং ১ নিজেকে ডিডাব্লুআই হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন এবং একজন সাক্ষীকেও ডিডাব্লু ২ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন। অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তির আগের বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছিলেন (প্রদর্শনী ডি ২)।প্রমাণের প্রশংসা করে এবং মৃত্যুর ঘোষণাকে বিশ্বাস না করে-পি৫ প্রদর্শন করুন এবং দুটি মৃত্যুর ঘোষণায় দ্বন্দ্ব খুঁজে পাওয়ার পরে পি৫ প্রদর্শন করুন এবং ডি ২ প্রদর্শন করুন, বিজ্ঞ বিচার আদালত সমস্ত অভিযুক্তকে সেই অপরাধের জন্য খালাস দিয়েছে যার জন্য তাদের বিচার করা হয়েছিল।

৩)বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং খালাসের আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, কর্ণাটক রাজ্য হাইকোর্টে আপিল করতে পছন্দ করে। বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট আপিলকারীর রায় ও খালাসের আদেশকে উল্টে দিয়েছে-মূল অভিযুক্ত নং ১ সম্পর্কিত এবং এখানে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে-মূল অভিযুক্ত নং। আইপিসির ধারা ৪৯৮ক এবং ৩০২ ধারার সহ পঠিত ধারা ৩৪-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য। মূল অভিযুক্ত নম্বর ২ এবং ৩-এর জন্য খালাসের রায় এবং আদেশ হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩.১)আপিলকারীকে খালাস এবং দোষী সাব্যস্ত করার রায় এবং আদেশ বাতিল করে হাইকোর্টের আপত্তিকর রায় এবং আদেশে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করছি -

আইপিসির ধারা ৪৯৮ক এবং ৩০২ এবং সহ পঠিত ধারা ৩৪ এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য মূল অভিযুক্ত নং ১, মূল অভিযুক্ত নং ১ বর্তমান আপিলের আবেদন করেছেন।

৪)আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে বলেছেন যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট যুক্তিসঙ্গত রায় এবং জামিনে থাকা বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে উল্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ত্রুটি করেছে।

৪.১) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বিপরীত করার সময়, হাইকোর্ট ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে।

৪.২) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে যেহেতু দুটি মৃত্যুর ঘোষণায় বস্তুগত দ্বন্দ্ব ছিল এবং প্রদর্শনী ডি২ ছিল সময়মতো প্রথম মৃত্যু ঘোষণা যা বিজ্ঞ বিচার আদালত বিশ্বাস করেছিল, তাই অভিযুক্তদের খালাস দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচার আদালত কোনও ত্রুটি করেনি।

৪.৩) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বিজ্ঞ বিচার আদালত প্রমাণের প্রশংসার ভিত্তিতে, আরও বিশেষত দুটি মৃত্যুর ঘোষণাগুলি, পরবর্তী মৃত্যুর ঘোষণাকে (পি ৫ প্রদর্শন করুন) অবিশ্বাস করে এবং এর ফলে অভিযুক্তকে খালাস দেয়, খালাসের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের দ্বারা হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল না।এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, প্রদর্শনী পি৫-এর মাধ্যমে মৃত ঘোষণাটি বিশ্বাস করার সময়, হাইকোর্ট পিডব্লিউ ১৩, পিডব্লিউএস এবং মৃত ব্যক্তির পিতামাতার উপস্থিতিতে পিডব্লিউ ১০ দ্বারা এটি নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে স্বীকৃতি দেয়নি।

৪.৪) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্টের প্রশংসা করা উচিত ছিল যে প্রদর্শনী ডি২-এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী মৃত্যুর ঘোষণাটি, যা ২৫.০৬.২০১০-এ নথিভুক্ত করা হয়েছিল, ঘটনার পরের দিন অবিলম্বে নথিভুক্ত করা হয়েছিল যেখানে মৃত রেখা বিশেষভাবে বলেছেন যে এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত আগুন ছিল যার কারণে তিনি পুড়ে গিয়েছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এমনকি ইতিহাসে যা হাসপাতালে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যখন মৃত রেখাকে ভর্তি করা হয়েছিল, তখনও বলা হয়েছিল যে মৃত ব্যক্তি দুর্ঘটনাক্রমে পুড়ে গিয়েছিলেন।

৪.৫)এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্ট এই সত্যটিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি যে মৃত্যুর ঘোষণা (প্রদর্শনী পি ৫) পরে নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং তাও মৃতের বাবা-মা হাসপাতালে পৌঁছানোর পরে।

৪.৬)অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জবানবন্দি দেওয়ার জন্য মৃত রেখাকে টিউশন দেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এটি জমা দেওয়া হয় যে তাই অন্তত আপিলকারী সন্দেহের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

৪.৬) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্ট বিবাদী সংস্করণটিকে মোটেও প্রশংসা করেনি এবং/অথবা বিবেচনা করেনি যে ঘটনার তারিখে 'বাড়িতে কোনও বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল না এবং তাই মৃত ব্যক্তি রান্নাঘরে গিয়ে খাবার প্রস্তুত করতে দেখে যে গ্যাস খালি ছিল এবং তারপরে তিনি আপিলকারীকে বলেছিলেন যে তিনি খাবার প্রস্তুত করতে কেরোসিনের চুলা ব্যবহার করবেন, এবং যখন তিনি মোমবাতির আলোর সাহায্যে খাবার প্রস্তুত করছেন এবং যখন তা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি অন্য মোমবাতি জ্বালানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল যেখানে কেরোসিন ইতিমধ্যে স্টোভে কেরোসিন ঢেলে দেওয়ার সময় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যার ফলে তার পোশাকে আগুন ধরে যায়।

৪.৭) এটি জমা দেওয়া হয় যে এরপরেও যখন মৃত ব্যক্তি চিৎকার করেন, তখন আপিলকারী-মূল অভিযুক্ত নং ১ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন এবং আগুন নেভানোর সময় তাঁর ডান হাতেও পোড়া আঘাত লাগে। এটি জমা দেওয়া হয় যে অভিযুক্তদের খালাস দেওয়ার সময় বিজ্ঞ বিচার আদালত যে পূর্বোক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করেছিল তা হাইকোর্ট বিবেচনা বা প্রশংসা করেনি এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বিপরীত করে অভিযুক্ত-আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

৪.৮) এটি জমা দেওয়া হয় যে যখন এটি রায় এবং খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ছিল, তখন হাইকোর্ট মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি প্রমাণের পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। এটি জমা দেওয়া হয় যে কেবলমাত্র এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে বিজ্ঞ বিচার আদালত দ্বারা নথিভুক্ত করা ফলাফলগুলি বিকৃত বলে প্রমাণিত হয়, খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আদালতের হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান মামলায়, বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি একটি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যা নথিভুক্তে থাকা প্রমাণগুলির প্রশংসার ভিত্তিতে ছিল এবং তাই হাইকোর্ট ন্যস্ত বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও খালাসের আদেশকে বিপরীত করার ক্ষেত্রে এবং এখানে অভিযুক্ত-আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ত্রুটি করেছে।

৫)আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর শুনেছি।

৫.১) হাইকোর্টের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ আপিল হওয়ায় খালাস বাতিল করে এবং এর ফলে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে-মূল অভিযুক্ত নং ১, আমরা নথিভুক্তে থাকা পুরো প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করেছি।

৫.২)গুণাবলীর উপর আপিল বিবেচনা করার আগে, খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের আইন এবং ধারা ৩৭৮ সি.আর.পি.সি.-এর সুযোগ ও পরিধি এবং খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৫.২.১)বাবু বনাম কেরালা রাজ্য, (২০১০) ৯ এস. সি. সি ১৮৯-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত ধারা ৩৭৮ -এর অধীনে খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে অনুসরণ করার নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করেছিল। ১২ থেকে ১৯ অনুচ্ছেদে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ স্থির করেঃ

১২)এই আদালত বার বার হাইকোর্টের জন্য নির্দেশিকাগুলি নির্ধারণ করেছে যাতে বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করা যায়। আপিল আদালতকে সাধারণত এমন কোনও মামলায় খালাসের রায় বাতিল করা উচিত নয় যেখানে দুটি মতামত সম্ভব, যদিও আপিল আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি আরও সম্ভাব্য হতে পারে। খালাসের রায় নিয়ে কাজ করার সময়, আপিল আদালতকে নথিভুক্তে থাকা সমস্ত প্রমাণ বিবেচনা করতে হবে, যাতে বিচার আদালতের মতামতগুলি বিকৃত ছিল বা অন্যথায় টেকসই ছিল না।আপিল আদালতের বিবেচনা করার অধিকার রয়েছে যে সত্যের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময়, বিচার আদালত গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে কিনা এবং/অথবা আইনের বিপরীতে নথিতে আনা প্রমাণ বিবেচনা করেছে কিনা। একইভাবে, প্রমাণের বোঝা ভুলভাবে স্থাপন করাও আপিল আদালতের তদন্তের বিষয় হতে পারে। (দেখুন বালক রাম বনাম ইউ. পি. রাজ্য (১৯৭৫) ৩ এস. সি. সি ২১৯, শম্ভু মিসির বনাম বিহার রাজ্য (১৯৯০) ৪ এস. সি. সি ১৭, শৈলেন্দ্র প্রতাপ বনাম ইউ. পি রাজ্য (২০০৩) ১ এস. সি. সি ৭৬১, নরেন্দ্র সিং বনাম এম. পি রাজ্য (২০০৪) ১০ এস. সি. সি ৬৯৯, বুদ্ধ সিং বনাম ইউ. পি রাজ্য (২০০৬) ৯ এস. সি. সি ৭৩১, ইউ. পি রাজ্য বনাম বীর সিং (২০০৭) ১৩ এস. সি. সি.এস.রাম কৃষ্ণ বনাম এস. রামি রেড্ডি (২০০৮) ৫ এস. সি. সি ৫৩৫, অরুলভেলু বনাম রাজ্য (২০০৯) ১০ এস. সি. সি ২০৬, পেরলা সোমশেখর রেড্ডি বনাম এ. পি রাজ্য (২০০৯) ১৬ এস. সি. সি ৯৮ এবং রাম সিং বনাম এইচ. পি রাজ্য (২০১০) ২ এস. সি. সি ৪৪৫)

১৩) শেও স্বরূপ বনাম রাজা সম্রাট এআইআর ১৯৩৪ পিসি ২২৭-তে, প্রিভি কাউন্সিলনিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ (আইএ পৃ. ৪০৪)

"... হাইকোর্টের উচিত এবং সর্বদা এই জাতীয় বিষয়গুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া এবং বিবেচনা করা উচিত যেমন (১) সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে বিচার বিচারকের মতামত; (২) অভিযুক্তের পক্ষে নির্দোষতার অনুমান, এই অনুমান যে তিনি তার বিচারে খালাস পেয়েছেন তার দ্বারা অবশ্যই দুর্বল হয় না;

(৩) অভিযুক্তের সন্দেহের সুবিধা পাওয়ার অধিকার; এবং **(৪)** সাক্ষীদের দেখার সুবিধাপ্রাপ্ত বিচারকের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের সিদ্ধান্তকে ব্যাহত করার ক্ষেত্রে আপিল আদালতের ধীরগতি।

"১৪) এই আদালত ধারাবাহিকভাবে আইনের পূর্বোক্ত নীতি অনুসরণ করেছে। (দেখুন তুলসীরাম কানু বনাম রাজ্য এআইআর ১৯৫৪ এসসি ১, বলবীর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এআইআর ১৯৫৭ এসসি ২১৬, এম. জি. আগরওয়াল বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ১৯৬৩ এসসি ২০০, খেদু মোহটন বনাম বিহার রাজ্য (১৯৭০) ২ এসসিসি ৪৫০, সাম্বাশিবন বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৪১২, ভগবান সিং বনাম এম. পি রাজ্য (২০০২) ৪ এস. সি. সি ৮৫ (২০০৭) এবং গোয়া রাজ্য বনাম সঞ্জয় ঠাকরান (২০০৭) ৩ এস. সি. সি ৭৫৫)

চন্দ্রপ্পা বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০৭) ৪ এস. সি. সি ৪১৫ মামলায় এই আদালত নিম্নোক্ত আইনি অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেঃ (এস. সি. সি পৃ. ৪৩২, অনুচ্ছেদ ৪২)

"(১) যে প্রমাণের ভিত্তিতে খালাসের আদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা পর্যালোচনা, পুনর্মূল্যায়ন এবং পুনর্বিবেচনা করার পূর্ণ ক্ষমতা আপিল আদালতের রয়েছে।

(২) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কোনও সীমাবদ্ধতা, সীমাবদ্ধতা বা শর্ত রাখে না এবং একটি আপিল আদালত তথ্য এবং আইনের উভয় প্রশ্নের ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব উপসংহারে পৌঁছানোর আগে প্রমাণের উপর কোনও সীমাবদ্ধতা, বিধিনিষেধ বা শর্ত রাখে না।

(৩) বিভিন্ন অভিব্যক্তি, যেমন, 'যথেষ্ট এবং জোরালো কারণ', 'ভাল এবং পর্যাপ্ত ভিত্তি', 'খুব শক্তিশালী পরিস্থিতি', 'বিকৃত সিদ্ধান্ত', 'স্পষ্ট ভুল' ইত্যাদি খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে আপিল আদালতের ব্যাপক ক্ষমতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে নয়। এই ধরনের বাক্যাংশগুলি সাক্ষ্য পর্যালোচনা এবং নিজস্ব উপসংহারে আসার জন্য আদালতের ক্ষমতা হ্রাস করার চেয়ে খালাসের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে আপিল আদালতের অনিচ্ছার উপর জোর দেওয়ার জন্য 'ভাষার বিকাশ' প্রকৃতির বেশি।

(৪) আপিল আদালতকে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে খালাসের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের পক্ষে দ্বৈত অনুমান রয়েছে, প্রথমত, ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতির অধীনে নির্দোষতার অনুমান তার কাছে উপলব্ধ যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে ধরে নেওয়া হবে যদি না সে কোনও উপযুক্ত আদালত দ্বারা দোষী প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, অভিযুক্ত তার খালাস নিশ্চিত করার পরে, তার নির্দোষতার অনুমান বিচার আদালত দ্বারা আরও জোরদার, পুনরায় নিশ্চিত এবং শক্তিশালী করা হয়।

(৫) নথিভুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে দুটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত সম্ভব হলে, আপিল আদালতের বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত খালাসের সিদ্ধান্তকে বিঘ্নিত করা উচিত নয়।

১৬) ঘুরে লাল বনাম ইউ. পি. রাজ্য (২০০৮) ১০ এস. সি. সি ৪৫০ মামলায়, এই আদালত উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করে, পর্যবেক্ষণ করে যে আপিল আদালত যে মামলাগুলিতে বিচার আদালত অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছে, সেগুলি মোকাবেলায় মনে রাখা উচিত যে বিচার আদালতের খালাস এই অনুমানকে জোরদার করে যে সে নির্দোষ। আপিল আদালতকে অবশ্যই বিচার আদালতের সিদ্ধান্তকে যথাযথ গুরুত্ব এবং বিবেচনা দিতে হবে কারণ বিচার আদালতের সাক্ষীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার স্বতন্ত্র সুবিধা ছিল এবং সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়ন করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে ছিল।

১৭) রাজস্থান রাজ্য বনাম নরেশ (২০০৯) ৯ এস. সি. সি ৩৬৮ মামলায়, আদালত আবার এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলি পরীক্ষা করে বলেছিল যেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৩৭৪, অনুচ্ছেদ ২০)

"২০.... খালাসের আদেশে হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এমনকি যদি আদালত বিশ্বাস করে যে অভিযুক্তের দিকে আঙুল তোলার মতো কিছু প্রমাণ রয়েছে।"

১৮) ইউ. পি. বনাম বান্নে (২০০৯) ৪ এস. সি. সি. ২৭১ মামলায়, এই আদালত কিছু দৃষ্টান্তমূলক পরিস্থিতি দিয়েছে যেখানে হাইকোর্টের খালাসের রায়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে আদালত ন্যায়সঙ্গত হবে। পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ২৮৬, অনুচ্ছেদ ২৮) "**(i)** হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তি হওয়া আইনি অবস্থানকে উপেক্ষা করে আইনের সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে;

(ii) হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত প্রমাণ এবং নথির বিপরীত;

(iii) প্রমাণ নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পুরো দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই অবৈধ ছিল যার ফলে ন্যায়বিচারের গুরুতর গর্ভপাত ঘটে;

(iv) হাইকোর্টের রায় স্পষ্টতই অন্যায় এবং অযৌক্তিক যা ভুল আইন এবং মামলার নথির উপর ভিত্তি করে;

(v) এই আদালতকে অবশ্যই হাইকোর্টের ফলাফলকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে;

(vi) এই আদালত কোনও মামলায় হস্তক্ষেপ করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক হবে যখন দায়রা আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়ই খালাসের আদেশ নথিভুক্ত করেছে।

[এম. আর. শাহ, জে]

ধনপাল বনাম রাজ্য (২০০৯) ১০ এস. সি. সি ৪০১ মামলায় এই আদালত একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করেছে।

১৯) এইভাবে, বিষয়টির আইনটিকে এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে যে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যেখানে বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি রয়েছে এবং আপিলের অধীনে রায়টি বিকৃত বলে মনে করা হয়, আপিল আদালত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে। আপিল আদালতকে অভিযুক্তের নির্দোষতার অনুমানের কথা মনে রাখতে হবে এবং আরও বলা উচিত যে বিচার আদালতের খালাস তার নির্দোষতার অনুমানকে জোরদার করে। হস্তক্ষেপের ভাল কারণ না থাকলে নিয়মিত পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ এড়ানো উচিত যেখানে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব।

(জোর দেওয়া হয়েছে

৫.২.২)যখন কোনও আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফলগুলি বিকৃত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তখন উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ২০ অনুচ্ছেদে বিবেচনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

"২০) প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু উপেক্ষা করে বা বাদ দিয়ে বা অপ্রাসঙ্গিক/অগ্রহণযোগ্য উপাদান বিবেচনা করে যদি কোনও আদালত অনুসন্ধানে পৌঁছয়, তা হলে আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফলকে বিকৃত বলে গণ্য করা যেতে পারে। যদি এটি" প্রমাণের ওজনের বিরুদ্ধে "হয়, অথবা যদি অনুসন্ধানটি অযৌক্তিকতার কুফলের কারণে এতটাই আপত্তিকরভাবে যুক্তি লঙ্ঘন করে যে, তা হলে অনুসন্ধানটিকে বিকৃত বলা যেতে পারে। (ভিদে রাজিন্দর কুমার কিন্দ্রা বনাম দিল্লি প্রশাসন (১৯৮৪) ৪ এস. সি. সি ৬৩৫, আবগারি ও কর আধিকারিক-কাম-মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ বনাম গোপী নাথ অ্যান্ড সন্স ১৯৯২ সম্পূরক (২) এস. সি. সি ৩১২, ত্রিবেণী রাবার অ্যান্ড প্লাস্টিক সম্পূরক বনাম সি. সি. ই ১৯৯৪. (৩) এস. সি. সি ৬৬৫, জি. হনুমান প্রসাদ বনাম আই. সি. সি ৫০১, অরুভেল ২০০১ বনাম এস. সি. সি রাজ্য (২০০৯) ১০ এস. সি. সি. ২০৬ এবং গামিনী বালা কোটেশ্বর রাও বনাম এ. পি. রাজ্য (২০০৯) ১০ এস. সি. সি. ৬৩৬।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৫.২.৩) আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার পর, কুলদ্বীপ সিং বনাম পুলিশ কমিশনার (১৯৯৯) ২ এস.সি.সি ১০-এর ক্ষেত্রে, যদি কোনও প্রমাণ বা সম্পূর্ণ অবিশ্বস্ত প্রমাণের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি তার উপর কাজ না করেন, তবে আদেশটি বিকৃত হবে। তবে যদি নথিভুক্তে এমন কিছু প্রমাণ থাকে যা গ্রহণযোগ্য এবং যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে, তবে সিদ্ধান্তগুলি 'বিকৃত হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

৫.৩) বিজয় মোহন সিং বনাম কর্ণাটক রাজ্য, (২০১৯) ৫ এস. সি. সি. ৪৩৬-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত আবার ধারা ৩৭৮ সি.আর.পি.সি -এর পরিধি এবং খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। এই আদালত ১৯৫২ সাল থেকে এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করে। ৩১ অনুচ্ছেদে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ স্থির করেছেঃ

"৩১) উমেদভাই যাদবভাই (১৯৭৮) ১ এস. সি. সি. ২২৮-এ এই আদালতে একটি অভিন্ন প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছিল। এই আদালতের সামনে এই মামলায়, হাইকোর্ট নথিতে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনর্মূল্যায়নের উপর বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করেছিল। তবে, হাইকোর্ট খালাসকে বিপরীত করার সময়, অভিযুক্তদের খালাস দেওয়ার সময় বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি বিবেচনা করেনি। হাইকোর্টের রায়কে নিশ্চিত করে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং ১০ নং অনুচ্ছেদে বলেছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ২৩৩)

"১০) একবার খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলটি যথাযথভাবে গ্রহণ করা হলে, হাইকোর্ট সম্পূর্ণ প্রমাণের পুনর্মূল্যায়নের এবং স্বাধীনভাবে তার সিদ্ধান্তে আসার অধিকারী ছিল।সাধারণত, হাইকোর্ট দায়রা বিচারপতির মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দিত যদি প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়নের পরে সেগুলি করা হয়। এই নিয়মটি বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য হবে না যেখানে দায়রা বিচারক মামলার অদ্ভুত পরিস্থিতিতে খুব বস্তুগত এবং গ্রহণযোগ্য দিক সম্পর্কে একেবারে ভুল ধারণা করেছেন।" ৩১.১)সাম্বাশিবন বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৪১২ মামলায়, হাইকোর্ট বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে উল্টে দেয় এবং নথিতে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনরায় প্রশংসার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে, তবে, হাইকোর্ট এই প্রশ্নের উপর তার উপসংহার নথিভুক্ত করেনি যে, প্রমাণ নিয়ে বিচার করার ক্ষেত্রে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে অবৈধ ছিল নাকি তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় ছিল।বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাস বাতিলের জন্য অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে হাইকোর্টের জারি করা আদেশকে নিশ্চিত করে, এই সন্তুষ্টির পরে যে জ্ঞানী বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশটি বিকৃত এবং দুর্বলতায় ভুগছে, এই আদালত হাইকোর্টের দ্বারা প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে। হাইকোর্টের দ্বারা প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশকে নিশ্চিত করার সময়, এই আদালত ৮ নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৪১৬)

"৮)হাইকোর্ট উপরোক্ত নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আপিলের অধীনে রায়টি পর্যালোচনা করেছি। আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট রমেশ বাবুলাল দোশীর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কঠোরভাবে অগ্রসর হয়নি। গুজরাট রাজ্য (১৯৯৬) ৯ এস. সি. সি ২২৫ অর্থাৎ প্রথমে এই প্রশ্নের উপর তার উপসংহার নথিভুক্ত করা যে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে অবৈধ ছিল কিনা বা তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় ছিল কিনা, যা কেবল খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করবে যদিও হাইকোর্ট তার আগে উত্থাপিত সমস্ত যুক্তি যথাযথভাবে পূরণ করে একটি সুচিন্তিত রায় দিয়েছে।কিন্তু তারপরে কি এই অসঙ্গতি আপিলের অধীনে রায়টি বাতিল করার ন্যায্যতা প্রদান করবে? আমরা মনে করি না। আমাদের দৃষ্টিতে, এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আপিল আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি যা রায়ের বৈধতা বিবেচনা করছে যা বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বিপরীত করেছে, যদি প্রমাণ নিয়ে বিচার করার ক্ষেত্রে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে অবৈধ বা তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে অস্থিতিশীল হয় এবং আপিল আদালতের রায় সেই দুর্বলতা থেকে মুক্ত কিনা; যদি তাই বলে মনে করা হয় যে বিচার আদালত, রায় হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয়।এই ধরনের ক্ষেত্রে আপিল আদালতের রায়কে বিঘ্নিত করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু অন্যদিকে যদি আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, বিচার আদালতের রায় কোনও দুর্বলতায় ভুগছে না, তা হলে এটা ধরে নেওয়া ছাড়া যায় না যে, খালাসের আদেশে আপিল আদালতের হস্তক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত ছিল না; তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে আপিল আদালতের রায়কে দুটি যুক্তিসঙ্গত মতামত হিসাবে বাতিল করতে হবে, কেবল খালাসকে সমর্থনকারী রায়কে দাঁড়াতে হবে। উপরের আলোচনার বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা এই মামলায় বিচার আদালতের রায় পরীক্ষা করতে এগিয়ে যাব।

৩১.২) কে. রামকৃষ্ণন উন্নিথান বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৯) ৩ এসসিসি ৩০৯ মামলায়, অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর অভিযোগের কিছু সারবত্তা থাকা সত্ত্বেও যে হাইকোর্ট বিচারক কর্তৃক খালাসের আদেশ অনুসারে প্রদত্ত সমস্ত কারণের প্রতি মনোযোগ দেয়নি, এই পর্যবেক্ষণের পর, এই আদালত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানায় কারণ তারা দেখে যে খালাসের আদেশ নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে দায়রা বিচারকের পদ্ধতি যথাযথ ছিল না এবং বিজ্ঞ দায়রা বিচারক কর্তৃক বিভিন্ন দিক থেকে উপনীত সিদ্ধান্তটি অস্থিতিশীল ছিল।

এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে যেহেতু দায়রা বিচারক অভিযুক্তদের খালাস করার সময় প্রাসঙ্গিক/বস্তুগত প্রমাণ বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না, তাই হাইকোর্ট প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন এবং নিজস্ব উপসংহার নথিভুক্ত করার সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল। এই আদালত প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রমাণ যাচাই করে এবং মতামত দিয়েছে যে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য বাতিল করার জন্য বিচার আদালত যে কারণগুলি উপস্থাপন করেছে তা মোটেও সঠিক নয়।এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে যেহেতু বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণের মূল্যায়ন স্পষ্টতই ভুল ছিল এবং তাই বিজ্ঞ দায়রা বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করা হাইকোর্টের কর্তব্য ছিল।

৩১.৩) অ্যাটলি বনাম ইউ. পি. রাজ্য. এ. আই. আর. ১৯৫৫ এস. সি. ৮০৭-এর ৫ নং অনুচ্ছেদে, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও স্থির করেছেঃ (এ. আই. আর. পি.)

"৫)আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, খালাসপ্রাপ্তির জন্য বিচার আদালতের রায় হওয়ায়, হাইকোর্টের এটিকে কেবল রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে পরিচালিত প্রমাণের প্রশংসার ভিত্তিতে বাতিল করা উচিত ছিল না, যদি না এটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে বিচার বিচারকের রায়টি বিকৃত ছিল। আমাদের মতে, আপিল আদালত ৪১৭ ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে আপিলে এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছায় যে আপিলের অধীনে খালাসপ্রাপ্তির রায়টি বিকৃত ছিল, তবে এটি সেই আদেশটি বাতিল করতে পারে না।

এই আদালত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে যে, খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পক্ষে পুরো প্রমাণ পর্যালোচনা করা এবং অবশ্যই তার নিজস্ব উপসংহারে আসা উন্মুক্ত, এই সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের কথা মাথায় রেখে যে, অভিযুক্তের নির্দোষতার অনুমান দুর্বল নয়, বরং বিচার আদালত কর্তৃক খালাসের রায় দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে, যা সাক্ষীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা পেয়েছিল, যাদের সাক্ষ্য তার উপস্থিতিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এটাও সুনিশ্চিত যে, খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে আপিল আদালতের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে, যেমন দোষী সাব্যস্ততার আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে, তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে নির্দোষতার ধারণা দিয়ে বিচারিক আদালতে শুরু করেন তা আপিলের পর্যায় পর্যন্তও অব্যাহত থাকে এবং আপিল আদালতের উচিত খালাসের আদেশ নথিকারী

বিচারিক আদালতের মতামতের উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া।

যদি আপিল আদালত সেই নীতিগুলি মাথায় রেখে প্রমাণগুলি পর্যালোচনা করে এবং বিপরীত উপসংহারে আসে, তবে রায়টি কলুষিত করা হয়েছে বলে বলা যায় না। (এই প্রসঙ্গে দেখুন বারে উল্লিখিত মামলাগুলি, যেমন সুরজপাল সিং বনাম রাজ্য এআইআর ১৯৫২ এসসি ৫২; উইলায়াত খান বনাম ইউ. পি. এআইআর ১৯৫৩ এসসি ১২২) আমাদের মতে, আপিলকারীর পক্ষে উত্থাপিত যুক্তিতে কোনও সার নেই যে হাইকোর্ট পুরো প্রমাণ পর্যালোচনা করে তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

কে. গোপাল রেড্ডি বনাম এ. পি. রাজ্য (১৯৭৯) ১ এস. সি. সি ৩৫৫ মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেখানে বিচার আদালত কাল্পনিক সন্দেহে জর্জরিত থাকার অনুমতি দেয়, সেখানে সামান্য কারণে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রমাণের দৃষ্টিভঙ্গি নেয় যা খুব কমই সম্ভব, ন্যায়বিচারের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা হাইকোর্টের সুস্পষ্ট কর্তব্য, যাতে ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে কঠোরভাবে আনা না হয়।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৬)এই আদালত কর্তৃক উপরোক্ত সিদ্ধান্তে প্রদত্ত আইন প্রয়োগ করে মামলার হাতে থাকা তথ্য এবং হাইকোর্টের নথিভুক্ত ফলাফলের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং স্থির করেছে যে, বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত ফলাফল বাতিল করা এবং/অথবা না করা, মৃত্যুর ঘোষণা (প্রদর্শনী পি৫) বিশ্বাস করা বিকৃত এবং নথিভুক্তের প্রমাণের বিপরীত। হাইকোর্ট মৃত্যুর ঘোষণা (প্রদর্শনী পি ৫) বিশ্বাস করার সময় দৃঢ় কারণ দিয়েছে এবং পরবর্তী মৃত্যুর ঘোষণায় (প্রদর্শনী পি ৫) যা বলা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে।অতএব, হাইকোর্ট নথিভুক্ত সমস্ত প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করতে এবং তারপর বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে কোনও ভুল করেনি, যেহেতু বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত ফলাফলটি বিকৃত বলে মনে হয়েছে।

৭)এখন যতদূর আপিলের যোগ্যতা সম্পর্কিত, এটি বিতর্কিত হতে পারে না যে বর্তমান মামলায় দুটি মৃত ঘোষণা রয়েছে, **(i)** পি ৫ প্রদর্শন করুন এবং **(ii)** ডি২ প্রদর্শন করুন। বিতর্কিত রায় ও আদেশে হাইকোর্ট দ্বিতীয় মৃত ঘোষণার উপর নির্ভর করার এবং বিশ্বাস করার জন্য জোরালো কারণ দিয়েছে-পি৫ প্রদর্শন করুন। হাইকোর্ট এই বিষয়টিও লক্ষ্য করেছে যে দ্বিতীয় মৃত্যু ঘোষণাটি নির্ভরযোগ্য

এবং দ্বিতীয় মৃত্যু ঘোষণার সংস্করণ পরিস্থিতি দ্বারা সমর্থিত, অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির আঘাত; ঘটনাস্থলে কোনও চুলা পাওয়া যায়নি। হাইকোর্ট এই বিষয়টিও লক্ষ্য করেছে যে দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে, মৃত ব্যক্তি তার প্রথম বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করেছেন যে এটি একটি দুর্ঘটনার ঘটনা এবং তিনি দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যখন তিনি প্রথম বিবৃতি দিয়েছিলেন যে এটি একটি দুর্ঘটনার ঘটনা, তখন আপিলকারী তাকে হুমকি দিয়েছিলেন-মূল অভিযুক্ত নং১ যে সে তার সন্তানদেরও হত্যা করবে। তিনি দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে আরও বলেছিলেন যে তার বাবা-মা আসার পরে তিনি সত্য বলার সাহস পেয়েছিলেন। অতএব, হাইকোর্ট সঠিকভাবে দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে বিশ্বাস করেছিল-পি ৫ প্রদর্শন করুন।

৮)এই পর্যায়ে, নল্লাম বীর স্তয়ানন্দম বনাম পাবলিক প্রসিকিউটর (২০০৪) ১০ এসসিসি ৭৬৯; কাশ্মিরা দেবী বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য (২০২০) ১১ এসসিসি ৩৪৩; এবং আশাবাই বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৩) ২ এসসিসি ২২৪ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন। উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে, এই আদালত একাধিক মৃত্যু ঘোষণার ক্ষেত্রে মামলাগুলি বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে, এটি মনে করা হয় যে প্রতিটি মৃত্যু ঘোষণা তার সাক্ষ্যমূল্যের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং একটির বিষয়বস্তুর কারণে অন্যটির প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। এটিও মনে করা হয় যে আদালতকে প্রতিটিকে তার সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে এবং নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে তাদের মধ্যে কোনটি প্রকৃত পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে। যখন একাধিক মৃত্যু ঘোষণা থাকে, তখন প্রতিটি মৃত্যু ঘোষণাকে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে আলাদাভাবে মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন করতে হবে। ৯)এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আইন প্রয়োগ করে মামলার তথ্যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করা এবং স্বাধীনভাবে উভয় মৃত্যুর ঘোষণার মূল্যায়নের পরে, প্রদর্শনী ৫ হিসাবে নথিভুক্ত করা মৃত্যু ঘোষণা প্রকৃত পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে এবং বিষয়বস্তুগুলি চিকিৎসা প্রমাণ এবং মৃত ব্যক্তির দ্বারা বহন করা আঘাত দ্বারা সমর্থিত হয়।বিবাদী পক্ষের দায়ের করা আবেদনে বলা হয়েছে যে এটি একটি দুর্ঘটনার ঘটনা এবং কেরোসিনের ক্যান থেকে কেরোসিন বোতলে ঢেলে দেওয়ার সময় সেটি মাটিতে রাখা জামাকাপড়ের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং মৃত ব্যক্তি যখন সেই জায়গা থেকে জামাকাপড়গুলি সরানোর চেষ্টা করেছিলেন, তখন মোমবাতিটি মাটিতে পড়ে যায়, তাই তার জামাকাপড়ে আগুন ধরে যায় এবং সে পুড়ে গিয়ে আহত হয়, হাইকোর্টের দ্বারা উল্লিখিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে যে মৃত ব্যক্তির মুখ, বুক এবং পিঠে এবং উপরের অঙ্গগুলিতে আঘাত করা হয়েছে। প্রধান আঘাতগুলি শরীরের উপরের অংশে পাওয়া যায়। অতএব, হাইকোর্টের যথাযথ পর্যবেক্ষণ অনুসারে,

মৃত ব্যক্তির গায়ে কেরোসিন ঢেলে উপরোক্ত আঘাতগুলি সম্ভব হতে পারে।বিবাদী বিভাগ এবং ডিডব্লিউ১-এ১-এর প্রমাণ অনুযায়ী, স্টোভের মধ্যে কেরোসিন রাখার সময় দুর্ঘটনাক্রমে মাটিতে এবং তার জামাকাপড়ের উপরও কেরোসিন পড়ে যায় এবং তারপরে যখন মোমবাতিটি মাটিতে পড়ে যায়, তখন তার জামাকাপড় এবং কেরোসিনের সংস্পর্শে আসে। যদি তা হয়, তবে তার পায়েও আঘাত হত। তবে, তার পায়ে কোনও পোড়া আঘাত পাওয়া যায় না। তাই, ঘটনার জায়গায় কোনও চুলা পাওয়া যায়নি। বিবাদী পক্ষ দুর্ঘটনাজনিত আগুনের একটি মিথ্যা মামলা নিয়ে আসে, যা অন্য কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়।অন্যদিকে, এই প্রমাণ অন্য কথা বলে। অতএব, যখন এ১ একটি মিথ্যা বিবাদী এবং মৃত্যু ঘোষণা নিয়ে আসে-প্রদর্শনী পি৫ আশেপাশের অন্যান্য পরিস্থিতি এবং প্রমাণ দ্বারা এবং প্রদর্শনী পি৫ এবং প্রদর্শনী ডি ২-এর স্বাধীন মূল্যায়নের পরে, যখন হাইকোর্ট খুঁজে পেয়েছে যে প্রদর্শনী পি৫ নির্ভরযোগ্য এবং অনুপ্রেরণামূলক আস্থা এবং তারপরে যখন হাইকোর্ট অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, তখন এটি বলা যায় না যে হাইকোর্ট কোনও ত্রুটি করেছে।

১০)এখন যতদূর পর্যন্ত অভিযুক্তের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, তার পরেও সে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিল এবং সেও আহত হয়েছে এবং তাই এটি বলা যায় না যে আপিলকারী আইপিসি ধারা ৩০২ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে, শুরুতে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে সফল হয়েছে যে অভিযুক্ত-আপিলকারী এখানে মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলেছে। মৃত্যুর ঘোষণা অনুসারে, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্তের কাজটি আইপিসি ধারা ৩০০ এর চতুর্থ ধারায় পড়ে।নথিভুক্ত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলেছিল এবং কেবল কেরোসিন ঢেলেই নয়, জুঁই স্টিক দিয়ে তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কারণ এরপরে এ১ হয়তো আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিল, যা মামলাটিকে আইপিসি-র ৩০০ ধারার চতুর্থ ধারা থেকে বের করে আনবে না।

সন্তোষ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৫) ৭ এস. সি. সি. ৬৪১ মামলায় এই আদালতে কিছুটা অনুরূপ বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। এই আদালতে যে অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলে দেয় এবং তাকে অগ্নিকুণ্ড দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় তার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এরপরে তারা তার উপর জল ঢেলে মৃত ব্যক্তিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল এবং তাই অভিযুক্তের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সেই আচরণের মাধ্যমে এটি বলা যায় না যে অভিযুক্তের উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো ছিল। এই আদালত ৯ থেকে ১৮ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করে উপরোক্ত বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেঃ

"৯)মৃত সরস্বতীবাঈয়ের মৃত্যুর জন্য আপিলকারী দায়ী নয় বলে প্রথম যুক্তি হিসাবে, বিবাদী দাবি করার চেষ্টা করেছিল যে আগুনটি দুর্ঘটনাক্রমে হয়েছিল এবং আপিলকারী তাকে বাঁচানোর জন্য আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিল এবং সেই প্রক্রিয়ায় সেও পোড়া আঘাতের শিকার হয়েছিল। রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করার জন্য দৃঢ় প্রমাণ পেশ করেছে যে আপিলকারী মৃত সরস্বতীবাঈয়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তিকে অবিশ্বস্ততার সন্দেহ করেছিল এবং তার উপর লড়াই চালিয়েছিল, সে তাকে লাথি মেরেছিল এবং তার ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।পিডব্লিউ ৬, ডাক্তার প্রত্যয়িত করেছেন যে মৃত ব্যক্তি 'বিবৃতি দেওয়ার জন্য সুস্থ মানসিক অবস্থায় ছিলেন এবং পিডব্লিউ ৭, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মৃত্যুর বিবৃতি প্রসারন ১ নথিভুক্ত করেছেন। উক্ত মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে, মৃত ব্যক্তি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে ঘটনার তারিখে, আপিলকারী তার ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলে তাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃতার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন, এই কথা মৃতার স্ত্রীর পি.ডাব্লিউ- ৩ , সিন্ধু সুনীল ইঙ্গোলের (নন-শাশুড়ি) মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত। মৃতার প্রতিবেশী রাজু জানরাও গাভাই, যিনি মৃতার সাথে হাসপাতালে গিয়েছিলেন, যেখানে মৃতা অভিযুক্তের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে, তিনি কেবল বলেছেন যে মৃতা তাকে বলেছেন যে অভিযুক্ত তাকে মারধর করেছে এবং লাথিও মেরেছে। মৃত্যুকালীন ঘোষণায় মৃতার বক্তব্য সমর্থন করেনি যে অভিযুক্ত তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তবে, প্রসারন পি-১ মৃত্যুকালীন ঘোষণা এবং মা (পি.ডাব্লিউ- ২) এবং শ্যাশুড়ির (পি.ডাব্লিউ৩) মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা অভিযুক্তের দোষ প্রমাণ করেছে এবং এটি সন্দেহ করা যায় না।

১০)আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে 'কোনও পূর্বপরিকল্পনা ছিল না এবং আপিলকারী কাছের প্রদীপ থেকে কেরোসিন ঢেলে দিয়েছিলেন এবং তারপরে আপিলকারী তার উপর জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রক্রিয়াটিতে তিনি নিজে পুড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে ঘটনার পরপরই আগুন নেভানোর চেষ্টায় আপিলকারীর আচরণ স্পষ্টভাবে দেখাবে যে হত্যা করার জন্য আপিলকারীর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তার যুক্তির সমর্থনে, তিনি কালু রাম বনাম রাজস্থান রাজ্য [(২০০০) ১০ এসসিসি ৩২৪:২০০০ এসসিসি (সিআরআই) ৮৬]-এর এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন।

১১) যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য পড়ে তা হল অভিযুক্তের জল ঢেলে দেওয়ার কাজটি হত্যার অপরাধকে প্রশমিত করবে কিনা।

যেখানে হত্যার অভিপ্রায় উপস্থিত থাকে, সেই আইনটি হত্যার সমান, যেখানে এই ধরনের অভিপ্রায় অনুপস্থিত থাকে, সেই আইনটি অনিচ্ছাকৃত হত্যার সমান। অপরাধীর অভিপ্রায় ছিল কি না তা নির্ধারণের জন্য, প্রতিটি মামলার সিদ্ধান্ত তার তথ্য ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে নিতে হবে, তাত্ক্ষণিক মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে, এটি স্পষ্ট যেঃ **(i)** একটি নরহত্যা হয়েছিল, যথা, সরস্বতীবাঈয়ের মৃত্যু; **(**যদি**)** আপিলকারী দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এই কাজটি দুর্ঘটনাক্রমে বা অনিচ্ছাকৃত ছিল না; এবং **(iii)** ময়নাতদন্তের শংসাপত্র থেকে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তি ৬০ শতাংশ পোড়া আঘাত এবং সেপ্টিসেমিয়ার কারণে মারা গিয়েছিলেন।যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি কেরোসিনের প্রদীপ থেকে মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলে দেয় এবং মৃত ব্যক্তির উপর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডও জ্বালিয়ে দেয়, তখন সে নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাতে চেয়েছিল। পিডব্লিউ ৫, পঞ্চ সাক্ষীর প্রমাণ থেকে দেখা যায়, আপিলকারীর বাড়িতে, একটি খালি মদের বোতলে কেরোসিনের প্রদীপ প্রস্তুত করা হয়েছিল, কেরোসিনের প্রদীপ থেকে কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হয়েছিল কিনা বা ক্যান থেকে কোনও ফল হয় না। যখন মৃত ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য অভিযুক্তের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ থাকে, তখন পূর্ব-পরিকল্পনার অনুপস্থিতি হত্যার অপরাধকে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যায় পরিণত করবে না যা হত্যার সমান নয়।একইভাবে, জল ঢাললে অপরাধের তীব্রতা হ্রাস পাবে না।

১২**)** প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর, মৃত ব্যক্তি বাড়িতে একটু দেরি করে ফিরে আসে। অভিযুক্ত তাকে প্রশ্ন করে যে সে কেন দেরি করে আসছে এবং সে তার বিশ্বস্ততা নিয়েও সন্দেহ করে। অভিযুক্তকে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কোনও উস্কানি দেওয়া হয়নি। কেরোসিন ঢেলে দেওয়ার কাজটি, যদিও মুহূর্তের মধ্যে, একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে মৃত ব্যক্তির উপর ফেলে দিয়ে তাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উভয় কাজই একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং এর ফলে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং অভিযুক্তের কাজটি হত্যার জন্য শাস্তিযোগ্য।

১৩**)**এমনকি এই ধরে নেওয়া যে অভিযুক্তের মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হওয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না, অভিযুক্তের কাজটি আইপিসি ৩০০ ধারার চতুর্থ ধারার অধীনে পড়ে যা আঘাত করার কাজটি এতটাই বিপজ্জনক যেখানে এটি সম্ভবত মৃত্যুর কারণ হবে। যে কোনও গড় বুদ্ধিমত্তার ব্যক্তির জ্ঞান থাকবে যে কেরোসিন ঢালা এবং একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিক্ষেপ করে তাকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া এতটাই বিপজ্জনক যে সমস্ত সম্ভাবনায় এই ধরনের কাজ মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

১৪) আগুন নেভানোর চেষ্টায় অভিযুক্তের আচরণের ক্ষেত্রে, কালু রাম মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে [(২০০০) ১০ এস. সি. সি. ৩২৪:২০০০ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ৮৬], এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে অভিযুক্তের এই ধরনের আচরণ হত্যা থেকে অপরাধকে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যায় নামিয়ে আনবে। কালু রাম মামলায় [(২০০০) ১০ এস. সি. সি. ৩২৪:২০০০ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ৮৬], অভিযুক্তের দুই স্ত্রী ছিল। অত্যন্ত মাতাল অবস্থায় অভিযুক্ত তার স্ত্রীকে তার গয়না দিয়ে ভাগ করতে বলে যাতে সে আরও মদ কিনতে পারে, যার ফলে স্ত্রী যখন দাবি অনুযায়ী কাজ করতে অস্বীকার করে তখন ঝগড়া শুরু হয়।তার স্ত্রী তার দাবি মেনে নিতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযুক্ত তার উপর কেরোসিন ঢেলে দেয় এবং নিজেকে জ্বালানোর জন্য একটি জুঁই বাক্স দেয়। জুঁই জ্বালাতে ব্যর্থ হওয়ায় অভিযুক্ত তাকে জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে যে আগুন জ্বলছে, তখন তাকে বাঁচানোর মরিয়া প্রচেষ্টায় সে তার ব্যক্তির উপর জল ছুড়ে মারে। এই ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, এই আদালত বলেছিল যে অভিযুক্ত অভিযুক্তের কৃতকর্মের কারণে তাকে যে আঘাত করা হয়েছিল তা করার উদ্দেশ্য ছিল না এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ৩০২ আইপিসি-র ধারা ৩০৪-এর দ্বিতীয় অংশে পরিবর্তন করা হয়েছিল।

১৫)কালু রাম মামলার সিদ্ধান্ত [(২০০০) ১০ এস. সি. সি. ৩২৪:২০০০ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ৮৬] তাৎক্ষণিক মামলায় প্রয়োগ করা যাবে না। মদ্যপানের উপাদানটি বিবেচনায় নেওয়া উচিত কারণ এটি চিন্তাভাবনার শক্তিকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত তার সম্পূর্ণ চেতনায় ছিল, তার কাজের পরিণতি পুরোপুরি জানত। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্তের দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপর জল ঢেলে দেওয়ার কাজটিও তার অপরাধকে আড়াল করার চেষ্টা বলে মনে হয় কারণ সে কেবল তখনই এটি করেছিল যখন মৃত ব্যক্তি সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিল। অতএব, এটি একটি প্রশমনকারী কারণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।পূর্ণ সচেতনতার সাথে কোনও ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত কোনও কাজ, তার পরিণতি জেনেও, অত্যন্ত মাতাল অবস্থায় কোনও ব্যক্তির দ্বারা করা কোনও কাজের সমতুল্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না যেখানে তার যুক্তির ক্ষমতা অস্পষ্ট হয়ে যায়।

১৬) তার বিয়ের তিন মাসের মধ্যে, মৃত ব্যক্তি বুর আঘাতের কারণে মারা যান। কনে পোড়ানোর ক্ষেত্রে, যখনই অভিযুক্তের অপরাধকে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে বাড়িতে আনা হয়, তখন আদালতের কর্তব্য হয় যে এটি নির্বিঘ্নে মোকাবিলা করা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা যাতে এটি অন্য ব্যক্তিদের এই ধরনের অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

১৭)এই আদালত বিভিন্ন সময়ে এমন ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের উপর জোর দিয়েছে যেখানে কোনও মহিলা তার বিয়ের অল্প সময়ের মধ্যেই পুড়ে যাওয়ার কারণে মারা যান এবং এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সত্য নারায়ণ তিওয়ারি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য মামলায় [(২০১০) ১৩ এস. সি. সি. ৬৮৯: (২০১১) ২ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৩৯৩], এই আদালত ৩ ও ৯ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ স্থির করেছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৬৯২ ও ৬৯৩)

"৩)ভারতীয় সমাজ একটি অসুস্থ সমাজে পরিণত হয়েছে। এই আদালতে (এবং দেশের প্রায় সমস্ত আদালতে) যে বিপুল সংখ্যক মামলা সামনে আসছে তা থেকে এটি স্পষ্ট যে, যেখানে যুবতী মহিলাদের স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কেরোসিন ঢেলে এবং আগুন দিয়ে বা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে/গলা টিপে হত্যা করছে। এমন একটি সমাজের সভ্যতার স্তর কী যেখানে বিপুল সংখ্যক মহিলার সাথে এই ভয়াবহ ও বর্বর আচরণ করা হয়? আমাদের সমাজ কী হয়ে গেছে-এটি এই মামলার দ্বারা চিত্রিত হয়।

৯) মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ রাগ বা সম্পত্তির জন্য করা সাধারণ অপরাধ নয়। এগুলি সামাজিক অপরাধ। এগুলি সমগ্র সামাজিক কাঠামোকে ব্যাহত করে। তাই তারা কঠোর শাস্তির আহ্বান জানায়। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের সমাজে যা ঘটছে তা হ 'ল লোকেরা প্রায়শই যৌতুকের দাবি করে এবং যতটা সম্ভব অর্থ উত্তোলনের পরে তারা স্ত্রীকে হত্যা করে এবং আবার বিয়ে করে এবং আবার একই উদ্দেশ্যে তাদের স্ত্রীকে হত্যা করে। এটি আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণ এবং অর্থের প্রতি কামনার কারণে যা মানুষকে স্ত্রীকে হত্যা করতে প্ররোচিত করে।সময় এসেছে যখন আমাদের সমাজ থেকে এই অশুভকে লৌহ হাতে মুছে ফেলতে হবে।
"

১৮)রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ বিশ্লেষণের পরে, নীচের আদালতগুলি সমবর্তী ফলাফলগুলি নথিভুক্ত করেছে যে অভিযুক্তরা মৃত সরস্বতীবাঈয়ের মৃত্যুর কারণ এবং আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে যে তথ্যের সমবর্তী ফলাফলগুলি হস্তক্ষেপ করা যাবে না যদি না ফলাফলগুলি বিকৃত এবং নথিভুক্তের প্রমাণ থেকে অসমর্থনীয় হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধনঞ্জয় শঙ্কর শেট্টি বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ((২০০২) ৬ এসসিসি ৫৯৬:২০০২ এসসিসি (সিআরআই) ১৪৪৪-এ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তথ্য এবং পরিস্থিতির সামগ্রিকতায়, আমাদের দৃষ্টিতে, নীচের আদালতগুলির দ্বারা নথিভুক্ত করা তথ্যগুলির সমবর্তী ফলাফলগুলি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এবং আমরা বিতর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তার কোনও দুর্বলতা দেখি না।

অতএব, মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলে দেওয়ার পরে এবং তারপরে তাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার পরে, কেবলমাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তি আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছে বলে আইপিসির ৩০০ ধারার চতুর্থ ধারার খপ্পর থেকে মামলাটি সরিয়ে নেওয়া হবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত ব্যক্তির উপর কেরোসিন ঢেলে দেওয়ার এবং তারপরে জুঁই কাঠি দিয়ে তাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার কাজটি আসন্ন বিপজ্জনক, যা সম্ভবত মৃত্যুর কারণ হতে পারে।অতএব, হাইকোর্ট যথাযথভাবে অভিযুক্তকে আইপিসি-র ৩০২ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে।

১১।উপরোক্ত বিষয়গুলি এবং উপরে উল্লিখিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আপিলটি ব্যর্থ হয়। আমরা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ দেখি না। আপিলটি খারিজ হওয়ার যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হল।

দিভ্যা পাণ্ডে আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen